بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হে মুসলিমগণ! কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রসমূহ ও তাদের দালাল সরকার কর্তৃক ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ রুখে দাঁড়ান

নিরাপত্তা বাহিনী ও বিচার বিভাগে কর্মরত হে মুসলিমগণ! আপনাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই যুদ্ধে কাফিরদের ও দালাল সরকারের পদানত সৈনিকের ভূমিকা পালন বন্ধ করুন

এক দশকেরও পূর্বে ক্রুসেডার মার্কিন ও তার মিত্ররা ৯/১১-এর অজুহাতে ২০০১ সালে তথাকথিত "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। এটা ছিল একটি বৈশ্বিক যুদ্ধ যাকে তারা তীব্র ও সম্প্রসারিত করেছে, তা আজ ইসলামী বিশ্বের একটি দেশকেও বাদ দিচ্ছে না। এবং নৃসংশ এই যুদ্ধ পরিচালনায় তারা যালিম দালাল সরকারগুলোকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করছে। ইসলামের শত্রুরা প্রত্যক্ষ করেছে ১৯২৪ সনে খিলাফত ধ্বংসের পর থেকে অদ্যাবধি মুসলিমদের ইসলামী শাসনের দিকে ফিরে আসাকে বাধাগ্রস্ত করতে তাদের সকল চক্রান্ত ও প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফলে গেছে। তাদের চাপিয়ে দেয়া প্রতিটি শাসনব্যবস্থাকেই মুসলিম উম্মাহ্ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র, ইসলামী প্রজাতন্ত্র, ফেডারেশন, কনফেডারেশন্স, বেসামরিক একনায়কতন্ত্র, এবং সামরিক একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি যাই তারা চাপিয়েছে উম্মাহ্ তাতে থুথু নিক্ষেপ করেছে। এবং খিলাফত রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই এই উম্মাহ্'র একমাত্র গণদাবীতে পরিণত হয়েছে; প্রতিটি মুসলিম ভূ-খন্ড আজ খিলাফতের আহ্বানকারীদের পদচারণায় মুখোরিত এবং উম্মাহ্ এখন খিলাফত প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত ইনশা'আল্লাহ্। আর এজন্যই, কাফিররা উম্মাহ্'র এই আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, আর এটাই হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূল প্রতিপাদ্য; যার লক্ষ্য হচ্ছে যেকোন মূল্যে খিলাফতের আসন্ন প্রত্যাবর্তনকে প্রতিরোধ ও খিলাফতের আহ্বানকারীদের দমনে যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করা। বুশ, ব্লেয়ার, ওবামা, ক্যামরন এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক নেতৃবৃন্দের ধারাবাহিক বক্তব্য এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে নাই। জর্জ ডব্লিও বুশ, ০৮/১০/২০০৫ তারিখে আমেরিকান জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া একটি ভাষণে বলেছিল, "জঙ্গীরা বিশ্বাস করে যে একটি দেশকে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে তারা মুসলিম জনসাধারণকে পুনরায় একত্র করতে পারবে, এই অঞ্চলের সব মডারেট সরকারগুলোকে উৎখাত করে স্পেন হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত একটি উগ্র (radical) ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।" এবং ৭/৭ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর, টনি ব্লেয়ার "একটি শয়তানী আদর্শ"-কে মোকাবেলার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছিল, যার মূলমন্ত্র হচ্ছে "সকল মুসলিম জাতিসমূহকে এক খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে একত্রিত করার পথ হিসেবে আরব বিশ্বে তালেবানী রাষ্ট্র ও শারী'আহ্ আইন প্রতিষ্ঠা করা।"

সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রসমূহ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বাংলাদেশ অধ্যায়ের সূচনা করে ২০০৫ সালে ৬৪টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকে পুঁজি করে। কিন্তু তা ছিল নিতান্তই একটি অজুহাত মাত্র; সচেতন ও সংবেদনশীল রাজনীতিকরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে প্রকৃত কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যেও বাকি দুনিয়ার মুসলিমদের ন্যায় ইসলামী শাসনের শক্তিশালী দাবী প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। যাই হোক, সময়ের সাথে সাথে কাফিররা এই যুদ্ধকে আরও সুসংহত করেছে এবং তা চালিয়ে যেতে নতুন নতুন হাতিয়ারের ব্যবহার বৃদ্ধি করে। আর ঠিক এখানেই যালিম শেখ হাসিনার বর্তমান সরকার তাদের উপযুক্ত হাতিয়ারের ভূমিকা পালনে নিয়োজিত হয়, যে এই মুহূর্তে ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যতম চরম যুদ্ধটির নেতৃত্ব দিচ্ছে যা এই ভূ-খন্ডের অধিবাসীরা পূর্বে কখনোই প্রত্যক্ষ করে নাই। ইসলামের প্রতি হাসিনার চরম বিদ্বেষের মূলে রয়েছে মুশরিকদের কর্তৃক তার লালন-পালন, ভারতে নির্বাসিত থাকাকালীন, বিশেষতঃ ইন্দিরা গান্ধি কর্তৃক, যার সম্পর্কে হাসিনা ১২/০১/২০১০ ইন্দিরা গান্ধি পুরস্কার গ্রহণের সময় বলেছিল, "তিনি সত্যিকার অর্থে আমাদের মায়ের মতো ছিলেন" এবং প্রণব মুখার্জি যাকে গান্ধি হাসিনার দেখাশুনা ও পরামর্শদাতার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। আর তাই মুশরিকদের সাথে তার (এবং তার পিতা ও পরিবারবর্গের) ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এই ইতিহাসের কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা হাসিনার মধ্যেই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ারটি খুঁজে পায়, যে মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"আপনি সব মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকদেরকে ঈমানদারদের অধিক শত্রু হিসেবে পাবেন।" [আল-মা'য়িদা : ৮২]

ক্ষমতায় আসার পর থেকে 'ইন্দিরা গান্ধির এই পালিত কন্যার' ক্রুসেডার সরকার ইসলামের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, চতুর্দিক থেকে ইসলামকে আক্রমণ করেছে, কোন চেষ্টাই বাদ রাখেনি, যার কিছু নমুনা হলো:

- চারিদিকে চরম ভীতির পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের ধোঁয়া তুলে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রপাগান্ডায় লিপ্ত হয়েছে, যাতে এই দেশের মুসলিমরা ইসলামী শাসনের দাবীতে রাজপথে নামতে, এমনকি কথা বলতেও ভয় পায়।
- তথাকথিত মুক্তচিন্তার অধিকারীদের কর্তৃক ইসলাম ও শারী'আহ্'র বিরুদ্ধে আক্রমণে নজিরবিহীনভাবে রাষ্ট্রীয় মদদ জোগানো।
- সামরিকবাহিনী হতে ইসলাম পালনকারী অফিসারদের অপসারণ, বরখাস্ত কিংবা গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে রাখা, এমনকি নামায আদায়কারী কিংবা দাড়িওয়ালা অফিসারদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা।
- সরকারের ইসলামবিরোধী নীতিসমূহ নিয়ে সরব কিংবা রাজনৈতিক ইসলাম নিয়ে বক্তব্য প্রদানকারী ইমামদের হয়রানী, ভীতি প্রদর্শন, গ্রেফতার ও আটক করে রাখা।
- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিরোধী ও ইসলামের প্রতি আনুগত্যশীল নিষ্ঠাবান মুসলিমগণ ও সামরিক অফিসার, এবং ইসলামের রাজনৈতিক কর্মীদের উপর নজরদারি করতে কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রসমূহের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা।
- **হিযবুত তাহ্রীর**-এর নেতাকর্মী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দমনমূলক সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রয়োগ করা, চরম স্বেচ্ছাচারী পন্থায় তাদেরকে গ্রেফতার ও আটক করে রাখা। ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকার খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানের জন্য **হিযবুত তাহ্রীর**-এর শত শত নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও পুনঃ গ্রেফতার করে যাচ্ছে, যদিও এই আহ্বান সন্ত্রাসবাদী কাজ নয়। **হিযবুত তাহ্রীর** একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এই বিষয়ে সবাই পূর্ণ অবগত, যে নিজেকে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসৃত পদ্ধতিতে কাজ করছে। এতদসত্ত্বেও সরকার শুধু তাদের আটকই রাখছে না বরং তারা যাতে জামিন না পায় এজন্য বিচার বিভাগকে নির্দেশ দিচ্ছে এবং কিছু প্রতারক বিচারক এই বিষয়ে সরকারের হুকুম তামিল করছে।
- পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষপদে চরম ইসলামবিদ্বেষী হিসেবে সুপরিচিত ও ইসলামের রাজনৈতিক কর্মীদের নির্দ্বিধায় নির্যাতনে পারদর্শী মুশরিক ও অজ্ঞ ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমদের নিয়োগ দিচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে **হিযবুত তাহ্রীর**-এর সম্মানিত দুইজন মহিলা সদস্যের উপর নির্মম নির্যাতনই তার প্রমাণ, যাদেরকে গত ৩০ আগষ্ট (২০১৫) গ্রেফতার করা হয়; নির্মমভাবে পেটানো হয় এবং তারা যখন আল্লাহ্, আল্লাহ্ বলে আর্তনাদ করছিল, তখন নির্যাতনকারী তাদেরকে বিদ্রূপ করে বলেছিল, "দাঁড়া, তোকে আজ তোর আল্লাহ্'কে দেখাব।" এই ঘৃণ্য ও নীচ ব্যক্তিটি ছিল একজন মুশরিক।

হে মুসলিমগণ!

ইসলামের বিরুদ্ধে ও দ্বীনের প্রতি আনুগত্যশীল নিষ্ঠাবান মুসলিমদের বিরুদ্ধে, ইসলামের রাজনৈতিক কর্মী ও খিলাফতের আহ্বানকারী **হিযবুত তাহ্রীর**-এর নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এই সরকার যেসব নির্লজ্জ অপরাধসমূহ সংঘটিত করেছে তার অফুরন্ত তালিকা আমরা তৈরি করতে পারবো। কিন্তু আমরা এখানে যা উল্লেখ করলাম হাসিনা কর্তৃক তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের পক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তীব্রতাকে তুলে ধরতে তাই যথেষ্ট। ঠিক যেমনটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্'র নূরকে নিভিয়ে ফেলতে চায়" [আত্-তওবা : ৩২]

আমরা আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনাদের দ্বীনের উপর চলমান এই যুদ্ধকে রুখে দাঁড়ান এবং সরকারের এসব ঘৃণ্য অপরাধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবী জানান, এবং নিরাপত্তা বাহিনীতে কর্মরত আপনাদের পরিচিতজনদের নিকট এসব অবাধ গ্রেফতার ও আটক বন্ধের দাবী জানান।

পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীতে কর্মরত হে মুসলিমগণ!

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি (শাসক) আল্লাহ্'র অবাধ্য, তার প্রতি কোন আনুগত্য নাই।" [আহমাদ]

সুতরাং, আপনাদের নিকট ইসলামের দাবী হচ্ছে ইসলাম ও খিলাফতের রাজনৈতিক কর্মীদেরকে হয়রানী, গ্রেফতার, গুম, আটক রাখা ও নির্যাতন করার সরকারী নির্দেশকে অমান্য করা। আপনাদের অনেকেই দাবী করেন যে, চাকুরীর কারণে সরকারের নির্দেশ মানতে আপনারা বাধ্য কিন্তু আল্লাহ্'র কাছে এই অজুহাতের কোন মূল্য নাই – কারণ সরকারের কুফরী আদেশ মান্য করা নিষিদ্ধ। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকা, সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রসমূহ ও তাদের দালালদের পদানত সৈনিকের ভূমিকা পালন বন্ধ করুন। ইসলামের শত্রু ও তাদের দালালদের স্বার্থে আপনাদের মুসলিম ভাই-বোনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, তাদের ভাষায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে – সরকারের এজাতীয় প্রলাপ দ্বারা প্রতারিত হবেন না। কারণ এর মধ্যে সত্যের ছিটেফোঁটাও বিদ্যমান নাই; ইরাক, আফগানিস্তান এবং এখন সিরিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ সুস্পষ্টভাবে এই প্রমাণ বহন করে যে, এই যুদ্ধের সাথে দেশ রক্ষার বিন্দুমাত্রও কোন সম্পর্ক নাই। এটি হচ্ছে কাফিরদের নিকট নিজের সত্ত্বাকে বিকিয়ে দেয়া যালিম শাসকদের সিংহাসন রক্ষার লড়াই। এবং এটা ভেবেও প্রতারিত হবেন না যে এই যুদ্ধ শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে; বরং আপনারা যখন ইসলামী আহ্বানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং **হিযবুত তাহ্রীর**-এর নেতাকর্মীদের দমন-নিপীড়ন করেন, তখন আপনারা নিজেদেরকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং তাদের ক্রোধ অর্জন করেন, কারণ উম্মাহ্ ইসলাম ও খিলাফতের আহ্বানকারীদের সাথে রয়েছে, এবং সে তার নিষ্ঠাবান সন্তানদের উপর নির্যাতনের জন্য আপনাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে।

আমরা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের কর্মকান্ডের জন্য আপনাদের জবাবদিহী করবেন; তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"নিশ্চয়ই যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের নির্যাতন করেছে, এবং অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি আর জলন্ত আগুনের দহন যন্ত্রনা।" [সূরা আল-বুরুজ : ১০]

এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"যেকেউ কোনো মু'মিনকে আতঙ্কিত করে কিয়ামতের দিন তারও আতঙ্কিত হওয়া ছাড়া কোন নিস্তার নাই।" [কান্‌জ আল-উম্মাল]

এবং আমরা আপনাদেরকে আরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে যদি আপনারা বিরত না হন তবে আপনারা শুধু আখিরাতেই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না বরং খিলাফতের প্রত্যাবর্তনের পর দুনিয়াতেও ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হবেন, যা খুবই সন্নিকটে ইনশা'আল্লাহ্; এবং ইসলাম ও উম্মাহ্'র নিষ্ঠাবান সন্তানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল অপরাধের জন্য আপনাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় আনা হবে।

হে বিচারকবৃন্দ!

মনে রাখবেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হচ্ছেন সকল বিচারকদের বিচারক, একদিন তাঁর বিচারের কাঠগড়ায় আপনাদেরকেও দাঁড়াতে হবে। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আপনাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আপনারা তাঁর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্যকোন বিধান দ্বারা বিচার না করেন, এবং বিচারের সময় অবশ্যই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন:

"...এবং যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক।" [সূরা আন-নিসা : ৫৮]

তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী আইন, যার দ্বারা আপনারা ইসলামের দাওয়াহ্ বহনকারী ও খিলাফতের রাজনৈতিক কর্মী, **হিযবুত তাহ্রীর**-এর পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, না সেটা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা হতে গৃহীত, আর না তার সাথে ন্যায়বিচারের নূন্যতম কোন সম্পর্ক আছে। বরং সেটা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দালাল সরকার কর্তৃক প্রণীত, যা নিষ্ঠাবান মুসলিমদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে মার্কিন এবং তার মিত্রদের নির্দেশনায় জারি করা হয়েছে। এই বিষয়ে আপনারা সম্পূর্ণই অবগত আছেন। তাই আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাই, এই বাস্তবতা জানার পরও আর অন্ধ থাকবেন না, এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নির্দেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবেন না। তাছাড়া, আপনারা বিচারক হিসেবে নিজেদের জন্য যে সম্মান দাবী করেন, আমরা আপনাদেরকে বলতে চাই, একটু চিন্তা করুন ও ভেবে দেখুন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্মানিত উম্মাহ্'র নিষ্ঠাবান পুত্র ও কন্যাদের যালিমের বন্দিশালায় নিক্ষেপ করার মধ্যে কোন সম্মান লুকায়িত আছে! একবার ভেবে দেখুন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁতাতকারী হিসাবে পরিচিত হওয়ার মধ্যে কোন মর্যাদা লুকায়িত আছে! এবং পরিশেষে আহ্বান জানাই, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন,

"তিন প্রকারের বিচারক রয়েছে, যাদের একপ্রকার যাবে জান্নাতে এবং বাকি দুইটি জাহান্নামে। জান্নাতে প্রবেশকারী বিচারক হবে সেই ব্যক্তি যে সত্য জানে এবং তদানুযায়ী রায় প্রদান করে; কিন্তু যে বিচারক সত্য জেনেও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে জুলুম করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে; এবং সেই বিচারক যে কিনা অজ্ঞতার সাথে জনগণের বিচার-ফয়সালা করে সেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [আবু দাউদ]

আপনাদের প্রতি আমাদের দাবী এবং প্রত্যাশা আপনারা সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবেন, হে বিচারকবৃন্দ – রায় প্রদানের সময় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র প্রতি আনুগত্যশীল থাকবেন, ইসলামের দাওয়াহ্ বহনকারী ও খিলাফতের রাজনৈতিক কর্মীদের উপর ন্যায়বিচার করবেন, এবং তাদেরকে আটক রাখার সরকারী নির্দেশকে উপেক্ষা করে তাদেরকে মুক্তি প্রদান করবেন।

হে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, যারা নিষ্ঠাবান!

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে যেকেউ কোন অন্যায় কাজ প্রত্যক্ষ করে তবে সে যেন হাত দ্বারা সেটিকে বাধা প্রদান করে, এবং সে যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে যেন মুখে প্রতিবাদ জানায় এবং সে যদি তাতেও সক্ষম না হয় তবে সে যেন অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে এবং এটি হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।" [মুসলিম]

আপনারা সরকারের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সক্ষম কারণ আপনারা নাকি প্রভাবশালী এবং সমাজের বিভিন্ন প্লাটফর্মে আপনাদের কথা বলার সুযোগ আছে। আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাই, যখন মার্কিন ও তার মিত্ররা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করছে তখন নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন না। আরও আহ্বান জানাই, আপনারা আপনাদের প্রভাব ও সামাজিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে জাতির নিষ্ঠাবান পুত্র ও কন্যাদের মুক্তি প্রদান ও তাদের উপর নির্যাতন বন্ধে সরকারকে বাধ্য করুন, যাতে আপনাদের অবস্থান ও প্রভাব আপনাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে নাজাতের উসিলা হয়, ক্ষতি ও লজ্জার কারণ না হয়।

হে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান মুসলিম অফিসারগণ!

ইসলামের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ আর কতকাল ধরে চলবে? যতই দিন যাচ্ছে যালিম হাসিনা এই দেশে ইসলাম ও মুসলিম, এমনকি আপনাদের বিরুদ্ধে তার যুলুমের সীমানা ততই অতিক্রম করছে, অথচ আপনারা শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করছেন। এসব হীন কর্মকান্ডকে চিরতরে স্তব্দ করতে প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জামই আপনাদের হাতে বিদ্যমান। আমরা আপনাদের উদাত্ত আহ্বান জানাই, রুখে দাঁড়ান, সাহসীকতার সাথে আপনাদের উপর অর্পিত ইসলামী দায়িত্ব পালন করুন। আপনাদের নিষ্ঠাবান মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য, ইসলামের শত্রু ও কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রসমূহের সহযোগী এই যালিমকে ক্ষমতা হতে অপসারণ করুন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন, যাতে শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকেই নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব হতে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিরতরে ইতি টানা যায়।

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্'কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" [সূরা আত্-তওবাহ্ : ১১৯]

১০ মহররম, ১৪৩৭ হিজরী
২৩ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info | ht.bangladesh

হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য:
০১৭৯৮ ৩৬৭ ৬৪০ | htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্রীর-এর আমীর শেখ আতা' ইবনে খলিল আবু আর্-রাশতা-এর ফেসবুক লিংক:
https://www.facebook.com/Ata.AbualRashtah

হিযবুত তাহ্রীর
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ